দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...07 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

# এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি প্রসঙ্গে

হিল্লোল কুমার বালা

এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে 'নানা মুনি নানা মত' রেখেছেন এবং রাখছেন। কিন্তু সাধারণ ছাত্র, বিশেষ করে যারা এই পদ্ধতিতে এসএসসি পাস করে বর্তমানে কলেজে পড়ছে অথবা এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে, এদের কাছ থেকে এ বিষয়ে তেমন কিছু জানার চেষ্টা করা হয়নি। অথচ একটি সম্পূর্ণ নতুন (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে) পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেবার পর প্রাপ্ত ফলাফলে তাদের অবস্থান এবং পরবর্তীতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে তাদের সমস্যাবলী নিয়ে গবেষণা করা খুবই দরকার ছিল, বিশেষ করে এই পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার তাগিদেই। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যই হোক, আমি নিজেই এই পদ্ধতিতে পাস করা ছাত্র এবং বর্তমানে দেশের শীর্ষস্থানীয় কলেজ ঢাকা কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। আমি মনে করি, দেশের একজন সম্ভাবনাময় ছাত্র হিসেবে বর্তমান এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আমারও কিছু বলার অধিকার আছে।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, দেশের অনেক মেধাবী এবং ভাল ফলাফল প্রত্যাশী ছাত্রের মত আমিও এক সময় প্রশ্নব্যাংক (প্রতিটি বিষয়ে মাত্র ৫০০টি প্রশ্ন) থেকে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করার বিরোধী ছিলাম। কারণ আমি মনে করতাম, এর ফলে একজন সাধারণ ছাত্রের সাথে আমার ব্যবধান কমে আসবে। এবং সেরকমই হয়েছিল। অতীতে আমাদের স্কুল থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ বা ছয়জন স্টার (৭৫) নম্বর পেত। কিন্তু আমাদের বেলায় (১৯৯৩ সালে) স্টার পেল প্রায় পঁচিশজন; and I was one of them. অর্থাৎ আমি ক্লাসের ফার্স্টবয়; আমিও স্টার পেলাম এবং ছেলেটি ক্লাসের পঞ্চিশতম ছাত্র, সেও স্টার পেল। এই সেনায়াসে পাস করা এবং ভাল নম্বরপ্রাপ্তিকে আমি ব্যাপকভাবে শিক্ষার মানের অবনতি ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনি সেসময়।

কিন্তু গত ১৩ই নভেম্বর তারিখের 'সংবাদ'-এ একটি প্রতিবেদন পড়ে আমি নতুন করে কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করতে পারলাম। নূরুর রহমানের প্রতিবেদনটিতে কুমিল্লাস্থ বার্ডের দু'জন প্রশিক্ষণার্থীর একটি সমীক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। এতে তারা বলেছেন, বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিই যুক্তিযুক্ত। এর কারণ হিসেবে তারা যেগুলো উল্লেখ করেছেন আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে আরও কিছু কারণ উল্লেখ করতে চাই।

বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার অত্যন্ত কম। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা খেতে-খামারে কাজ করার পাশাপাশি পড়াশোনা করতে সময় পায় না। ফলে দেখা যায় যে, এরা স্কুলে ভর্তি হলেও পাস করতে না পারার কারণে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয় অথবা পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। কিন্তু সহজ পদ্ধতিতে পাস করার সুবিধা থাকলে, তারা কেউই পড়াশোনা ছাড়বে না। অন্তত পক্ষে সকলেই এসএসসি পাস করার চেষ্টা করবে। দেশে শিক্ষিতের হার বেড়ে যাবে বিপুলভাবে। হোক না এরা কম পড়ে কম জেনে শিক্ষিত, তবু দশ বছর পড়াশোনাতো করেছে। অশিক্ষিত হয়ে থাকার চেয়ে এটাই কি ভাল নয়?

এখন কথা হল তাদের নিয়ে, যারা মেধাবী। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি। খুব সহজে এসএসসি পাস করার জন্য যেমন শুধুমাত্র প্রশ্নব্যাংক পড়লেই চলে, তেমনি ভাল রেজাল্ট করতে গেলে রচনামূলক অংশও খুব ভাল করে পড়তে হয়। কেননা নৈর্ব্যক্তিক অংশেতো সকলেই পুরো নম্বর পাবে। কাজেই যারা ভাল ফলাফল করতে চায়, তারা রচনামূলক অংশের মাধ্যমে নম্বরের ব্যবধান বাড়াতে চেষ্টা করে। ফলে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ৫০ নম্বরের রচনাধর্মী প্রশ্নের জন্য পুরো ১০০ নম্বরের সিলেবাস পড়তে হয়। ফলে মেধাবী ছাত্ররা আরও বেশি করে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়।

আসল কথা হল, নম্বরপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেখা যায়, যারা প্রকৃত ভাল ছাত্র তারাই উচ্চ নম্বর পায়; কেননা তারা রচনামূলক অংশ ভাল করে পড়ে। সাধারণ ছাত্ররা স্টার পেলও তাদের নম্বর অনেক কম থাকে, রচনামূলক অংশে জোর না দেবার কারণে।

এবারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আসা যাক; সেটি হল 'শিক্ষার মান'। আমার মনে হয়, বর্তমান পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষা হলে শিক্ষার মানের তেমন কোন অবনতি হবে না, বরং উন্নতিই হবে। এ প্রসঙ্গে পূর্বেই কিছু আলোচনা করা হয়েছে। আরও কিছু আলোচনা করা যাক। আমাদের স্কুল থেকে ১৯৯৩ সালে আমরা মোট পঁয়ত্রিশজন ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলাম, যার ভিতর পঁচিশজনের মত স্টার নম্বর পায়। স্বভাবতই এই পঁচিশজনের সবাই এক মাসের ছাত্র ছিল না। এর মধ্যে পাঁচ-ছয়জন ছিল মোটামুটি মেধাবী। তারা যে প্রকৃতই মেধাবী তার প্রমাণ তারা দিল কলেজে ভর্তি হওয়ার সময়। শুধুমাত্র তারাই ঢাকা কলেজ, নটরডেম কলেজের মত কলেজে চান্স পেল। বাকিরা সব হাওয়া। আমার এই বাকি বন্ধুদের মধ্যে আমি সেসময় যে মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখতে পেয়েছিলাম, আমার ধারণা, এটাই তাদেরকে সাহায্য করবে উচ্চ মাধ্যমিকে ভাল ফলাফল করার জন্য। পরবর্তীতে মেধার যাচাই হবে বুয়েট, মেডিক্যাল, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার সময়। এবং এভাবেই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে সত্যিকারের মেধাবীরাই, বাকিরা ফিরে যাবে কৃষিকাজে অথবা অন্যত্র। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার মানের তেমন কোন হেরফের হবে না। তবে দেশে প্রচুরসংখ্যক এসএসসি বা এইচ এসসি পাস করা লোক পাওয়া যাবে। হয়ত এদের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হবে না; কিন্তু তাই বলে এই যুক্তি দিয়ে দেশের মানুষকে অশিক্ষিত করে রাখা উচিত হবে না।

সবশেষে কয়েকটি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করতে চাই, যেগুলো গ্রহণ করা হলে আমার মনে হয় দু'কূলই রক্ষা করা সম্ভবঃ

- প্রশ্নব্যাংকে ৫শ প্রশ্নের পরিবর্তে এক হাজার থেকে পনেরশ' প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা।
- পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক অংশে চল্লিশ নম্বর এবং রচনামূলক অংশে ষাট নম্বর রাখা। পাস নম্বর দু'অংশ মিলিয়ে তেত্রিশ রাখা।
- দেশের ভাল কলেজগুলোতে ভর্তি হবার ন্যূনতম যোগ্যতা ৭৫০ নম্বর বা তদূর্ধ্ব করা দরকার এবং ভর্তি প্রক্রিয়া আরও কড়াকড়ি করা উচিত।
- উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বর্তমান রূপটিই বজায় রাখা হোক, নৈর্ব্যক্তিক অংশ অন্তর্ভুক্তকরণের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

আশা করি, পদক্ষেপগুলো নিয়ে আমাদের শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা ভাববেন। আসলে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি এবং পরীক্ষার সিস্টেম এমন হওয়া উচিত যাতে করে পাশের হারও বাড়ে এবং শিক্ষার মানও বজায় থাকে। বিষয়টি নিয়ে সকলের চিন্তা করার এখনই উপযুক্ত সময়।